ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 54 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২০৯ ● কলকাতা ● ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০২ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 19

সমাদরের সমপণ যোগ

কিছুক্ষণ বাদে আমরা দুজন উত্তর দিকে চলতে শুরু করলাম। পাহাড়ে গোল পরিক্রমা করে চড়তাম আর সেইভাবেই নামতামও। পাঁচদিন চলবার পর তাঁর স্থানে পৌঁছলাম। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। এক পাহাড়ের উপর থেকে ঝরণা বইছিল। ঐ ঝরণার পাশ দিয়ে গুরুদেব নীচে নামা শুরু করলেন এবং আমিও তাঁর পিছে পিছে নীচে নামতে শুরু করলাম। কিছুটা নীচে নামবার পর এক ছোট জলাশয় ছিল। তার পাশে তাঁর গুহা ছিল। উপর থেকে দেখলে তো এই গুহা কখনও দেখাই যায় না। ভিতরে যাওয়ার পর দেখলাম পাহাড়ের উপর থেকে গুহার মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল একটানা পড়ছিল।

ক্রমশঃ

রাজ্যের ৪৩ হাজার পুজোয় বিপুল লক্ষ্মীলাভ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুধুমাত্র অনুদানের ১ লাখ ১০ হাজার নয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজ্যের ৪৩ হাজার সর্বজনীন পুজো কমিটিগুলিকেই আরও বিপুল পরিমাণ লক্ষ্মীলাভের সুযোগ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, বিদ্যুতে ৮০ শতাংশ ছাড়ের পাশাপাশি পুরসভা ও দমকলের ফি-মকুবের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় কমিটিগুলি এক ধাক্কায় ১০ হাজার থেকে ২/৩ লাখ টাকা পর্যন্ত সুবিধা পাবে বলে শুক্রবার পুজো কর্তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, 'বাংলার জিডিপি-র ৭/৮ শতাংশ শুধুমাত্র এই দুর্গাপুজো থেকেই বাড়বে।' একথা মাথায় রেখে নেতাজি ইন্ডোরে পুজোকমিটিগুলির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "দুর্গাপুজো শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাংলার সংস্কৃতি ও অর্থনীতির অঙ্গ। পুজোর দিনগুলিতে শিল্প ও বাণিজ্যে ৪০ থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্ভর করে এই উৎসবকে ঘিরে।" কলকাতায় ২৭৪২টি পুজো নিয়ে তৈরি পুজোর বৃহৎ সংগঠন ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের যুগ্ম

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান "শুরু হল নদীয়া জেলা জুড়ে হাজারের বেশি বুথে কর্মসূচি

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ঘোষণা করেছেন রাজ্যবাসীকে দ্রুত সুরহা দিতে। আজ দুসরা আগস্ট থেকে নদীয়া জেলায় শুরু হয়েছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি। শুভ উদ্বোধন হলো নবদ্বীপ পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন হলো। পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি শুভ উদ্বোধন করেন নবদ্বীপের পৌরপ্রতি বিমান কৃষ্ণ সাহা। উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর সহ সরকারি আধিকারিক বৃন্দ। বিমান কৃষ্ণ সাহা বলে আগামী তিন মাসের জেলা জুড়ে সাড়ে চার হাজারের বেশি বুথে ৬৪৪ টি ক্যাম্প হবে গ্রাম সভার মতন করে। এই সমস্ত ক্যাম্পে স্থানীয় বাসিন্দারাই ঠিক করবেন তাদের এলাকায় কোন কাজটি প্রয়োজন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যম দিয়ে এই সভা থেকেই উঠে আসবে কোন কাজ জরুরি প্রয়োজন। এলাকার কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির প্রয়োজন হবে না এলাকার মানুষই ঠিক করবেন কোন কাজটি করতে হবে। জনগণের স্বার্থে মমতা ব্যানার্জি ভাবেন সেই জন্য আমাদের নেত্রী দেশের মধ্যে সর্ব প্রথম এই কর্মসূচি শুরু করেছেন। এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৃন্দাবন মন্ডল বলেন ১৬ ধরনের কাজের কথা বলা হয়েছে এলাকার মানুষজনই ঠিক করবেন কোন কাজটি আগে প্রয়োজন প্রতিটি বুথের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আজকে একদিকে এই কর্মসূচি পাশে আবার দুয়ারে সরকারের কর্মসূচিও রাখা হয়েছে।

গ্রাম কিংবা শহরের কোথাও ক্যাম্প হওয়ার ৭ দিনের মধ্যেই প্রকল্পের এস্টিমেন্ট এবং তিন দিনের মধ্যে টেন্ডার ডাকতে হবে ব্লক প্রশাসনকে। ১০ দিনের মধ্যে প্রকল্প রূপায়ণের প্রাথমিক কাজের সিংহভাগ শেষ করতেই হবে।

নদীয়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) অনুপ কুমার দত্ত বলেন আগামী তিন মাসে কর্মসূচি চলবে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প বাছাই করার পাশাপাশি দুয়ারে সরকারের পরিষেবা প্রদান করা হবে।

প্রতিদিন জেলার ব্লকগুলিতে দুটি কিংবা তিনটি ক্যাম্প করা হবে। প্রতিটি ক্যাম্পের তিনটি বুথের বাসিন্দারা উপস্থিত থাকবেন। কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এই সভা করা হবে সকাল ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন হবে তারপর দশটা থেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেই সভা শুরু হবে। প্রশাসন সূত্রে খবর প্রতিটি বুথে আলোচনার সভায় দুজন করে সরকারি অফিসার এবং একজন করে নিরপেক্ষ প্রতিনিধি থাকবেন। ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত এই শিবির করা হবে। শিবিরে মোট ১৪ রকমের প্রকল্পের তালিকা তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে জলের সংযোগ, নিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা, সর্বসাধারণের জন্য শৌচাগার নির্মাণ, অঙ্গনওয়াড়ি ও স্কুলের নানা সমস্যা, বাসস্টপ এর সেড তৈরি করা, পুকুর সংস্কার ও ঘাট পরিষ্কার, রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতি করা, গাছ লাগানো এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে এই শিবির থেকে। "আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান" কর্মসূচির মাধ্যমেই পূরণ হবে জনগণের সমস্ত এলাকার সমাধান

গরুপাচারের অভিযোগ দুর্গাপুরে চাষিদের উপর অত্যাচার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্গাপুর: গরু পাচারের অভিযোগে নিরীহ চাষিদের মারধর, টাকা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনায় পলাতক বাকি অভিযুক্তদেরও বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার। এদিকে আজ, শনিবার আক্রান্ত চাষিদের এলাকা জেমুয়া গ্রামে গিয়ে আক্রান্তদের পাশে থাকার বার্তা দেন আইএসএফের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী।গতকাল, শুক্রবার রাতে মূল অভিযুক্ত পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্গাপুরের বাড়ি ঘেরাও করেন জেমুয়ার বাসিন্দাদের একাংশ। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দুর্গাপুর ও কোকওভেন থানাও রাতে ঘেরাও করা হয়। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই বলেন, "প্রবীণ চাষীদের মারধরের ঘটনা সমর্থন করি না। তবে অযথা রাজনীতিকরণের চেষ্টা হলে বিজেপিও পাল্টা আন্দোলনে নামবে।" শনিবার জেমুয়ায় আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করেন আইএসএফের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, "ওদের পাতা ফাঁদে পা দেবেন না। আমরা সবাই প্রতিবেশী। সৌভাতৃত্ব বজায় রাখাই বাংলার সংস্কৃতি।" ধৃতদের এদিন দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়।গত বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার গ্যামন ব্রিজ এলাকায় বাঁকুড়ার হাট আশুড়িয়া থেকে গরু কিনে ফিরছিলেন ব্যবসায়ীরা। সেসময় বিজেপি কর্মীদের

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

রাজ্যের ৪৩ হাজার পুজোয় বিপুল লক্ষ্মীলাভ

সম্পাদক শাশ্বত বোস স্বীকার করেছেন, "ছোট পুজোগুলি যেমন মুখ্যমন্ত্রী অনুদানের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, তেমনই বিদ্যুতের ছাড়ে অনেকটাই লাভবান হয় বড় পুজোকমিটিগুলি।" শাশ্বতর কথায়, "আমাদের পুজো তো প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার বেশি ছাড় পায় বিদ্যুতে। এছাড়া অন্যান্য ছাড় মিলিয়ে দু'লাখ টাকা সুবিধা পাই।" ঝাড়গ্রামের জামবুনি সর্বজনীনের যুগ্ম সম্পাদক তপন পান্ডার কথায়, "আমাদের বাজেট ১০ লাখ, মুখ্যমন্ত্রী তো নানাভাবে দেড় লাখের দায়িত্ব নিয়েছেন। চিন্তা অনেকটাই কমে গেল।" বোলপুরের ভিকির বাঁধ সর্বজনীনের সম্পাদক দীপঙ্কর গুপ্ত ফোনে জানালেন, "বাঙালি-অবাঙালি মিলিয়ে প্রায় এক লাখ মানুষ পুজোয় যুক্ত। কিন্তু চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্য খুব কম মানুষের। সেই পুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান ঈশ্বরের আশির্বাদ।"বস্তুত এই কারণে কলকাতা থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলা- কুমোরটুলি থিম শিল্পী, মণ্ডপ তৈরিতে ব্যস্ত ডেকোরেটর শ্রমিক, মৃৎশিল্পী, ঢাকী-সহ সমস্ত শিল্পীরাই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় ব্যপক খুশি।

তাঁদের কথায়, দুর্গাপুজো এখন আর শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, রাজ্যের অর্থনীতিতে ৮০ হাজার কোটি টাকার টার্নওভারও। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স-কোচবিহার-মালদহ থেকে শুরু করে ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া-বোলপুরের পুজোকমিটির কর্তারা শুক্রবার জানিয়েছেন, "ছোট ও মাঝারি পুজো আয়োজন আমাদের শুধু সহজ হল না, আরও জাঁকজমক করে বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব করার পথ সুগম করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।" এখানেই শেষ নয়, পুজোয় তিলোত্তমা কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে যে বিপুল সংখ্যক হোর্ডিং লাগানো হয় সেখানেও বছর কয়েক আগে থেকে 'বিজ্ঞাপন কর' পুরোপুরি মকুব করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদি পুজোর সময় শহরজুড়ে লাগানো বিশাল মাপের সমস্ত হোর্ডিং থেকে কর আদায় করা হত তবে খাস কলকাতা পুরসভা কমপক্ষে ১০-১২ কোটি টাকা আয় করত। এই টাকার পুরোটাই কিন্তু ঘুরপথে পুজেকমিটিগুলির তহবিলেই যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুরসভার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

বাংলায় ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পর ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুজোয় কমিটিগুলিকে ২৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া শুরু করেন। করোনাকালে পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনি এক ধাক্কায় তা বাড়িয়ে ৫০ হাজার করে দেন। এবছর অনুদান ১ লাখ ১০ হাজার ঘোষণায় দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি তা আরও ঊর্ধ্বমুখী হবে বলে স্বীকার করছেন বঙ্গের অর্থনীতিবিদরাও। রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তারাও এদিন জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী সরকারের তরফে এই অনুদান ঘোষণার পর থেকেই বামজমানায় পুজো ঘিরে যে চাঁদার জুলুম দেখা যেত তা এখন কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঝালদা সীমান্তের পুরুলিয়ার তুম্বা-ঝালদা বোলতলা দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক রবীন দেওঘরিয়ার কথায়, "আমাদের পুজোর বাজেট মাত্র দেড় লাখ। মুখ্যমন্ত্রী তো প্রায় সবটাই ব্যবস্থা করে দিলেন। চাঁদা তোলার কোনও দরকার হবে না।" মালদহ ইংলিশ বাজারের বালুচর কল্যাণ সমিতির সম্পাদক অমিতাভ শেঠের সরল স্বীকারোক্তি, "মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর পুজো বাজেট তৈরি করা অনেকটাই সহজ হয়ে গেল। উনি শুধু অনুদান দেননি, পরোক্ষে আরও দু'লাখ টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।" কলকাতার অন্যতম সেরা পুজো ত্রিধারার কর্ণধার তথা রাজ্যের ডেপুটি চিফ হুইপ দেবাশীষ কুমার জানিয়েছেন, "কলকাতা তথা জেলার বহু ছোট পুজো এবছর মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান ঘোষণার পর বাজেট তৈরির মিটিং করছে। কলকাতার নামী বস্তি থেকে অন্ত্যজ গ্রামের পুজো, সর্বত্রই মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য ও সিদ্ধান্তে উপকৃত কয়েক কোটি উৎসবমুখর পুজো।" টালা বারোয়ারির থিম শিল্পী প্রশান্ত পাল থেকে শুরু করে কোচবিহারের ডেকোরেটর শিল্পী, হুগলির চন্দননগরের আলোশিল্পীরাও বেজায় খুশী। বস্তুত, পুজো অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ায় রাজ্যের সব ধরনের শিল্পই সরকারি অনুদান ও সাহায্যকে স্বাগত জানাচ্ছে।

দেশের ১০৬টি রেলস্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিযোজনা প্রকল্পের অধীনে জনঔষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিযোজনা প্রকল্পের অধীনে, রেলস্টেশনগুলিতে যাত্রী সহ জনসাধারণের জন্য মানসম্পন্ন, সুলভ মূল্যে ওষুধের জোগান নিশ্চিত করার জন্য ৩০.৬.২০২৫ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ১০৬টি রেলস্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিযোজনা প্রকল্পের অধীনে জনঔষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

৩০.৬.২০২৫ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ১৬,৯১২টি জনঔষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে, যার মধ্যে ৮,৬৬০টি জনঔষধি কেন্দ্র গ্রামীণ এলাকায় খোলা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য, প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে জনঔষধি কেন্দ্র খুলতে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক এই প্রকল্পটিতে অংশীদারিত্ব করেছে।

প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ মানুষ এই কেন্দ্রগুলিতে যান এবং গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সারা দেশে সুলভ মূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধ পান। এই

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫ (সপ্তদশ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে (নম্বর এসও৩৩৫৪ (ই) তারিখ ২২.৭.২৫) ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদ এখন শূন্য। রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন ১৯৫২-র উপধারা ১ ও ৪ অনুসারে এই শূন্যস্থান যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করতে হবে।

ভারতীয় সংবিধানের ৬৭ নম্বর ধারা অনুসারে উপরাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। এর মধ্যে তিনি ইস্তফা দিলে সেই শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ করতে হবে। নবনির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি দায়িত্বগ্রহণের পর ৫ বছর এই পদে থাকবেন।

এই নির্বাচনের দায়িত্ব সংবিধান ও আইন মোতাবেক ভারতের নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। সাংবিধানিক সংস্থান এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি মেনে কমিশনকে এই নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। সেই অনুযায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশন আজ সপ্তদশ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিনলিপি ঘোষণা করেছে।

সংবিধানের ৬৬ নম্বর ধারা অনুসারে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদের উভয় সভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত ইলেকটোরাল কলেজের মাধ্যমে। সপ্তদশ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ইলেকটোরাল কলেজে রয়েছেন

ক) রাজ্যসভার ২৩৩ জন নির্বাচিত সদস্য (বর্তমানে ৫টি আসন শূন্য রয়েছে)

খ) রাজ্যসভার ১২ জন মনোনীত সদস্য এবং

গ) লোকসভার ৫৪৩ জন নির্বাচিত সদস্য (বর্তমানে একটি আসন শূন্য)

ইলেকটোরাল কলেজে সংসদের উভয় সভা মিলে মোট ৭৮৮ জন সদস্য থাকেন। বর্তমানে রয়েছেন ৭৮২ জন সদস্য। প্রত্যেকেই একটি করে ভোট দিতে পারেন।

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

মৃত্যুর মুখে দুষ্কৃতীদের কাছে হাতজোড় করে আকুতি পুলিশকর্মীর

আমি একজন পুলিশ, দয়া করে আমাকে গুলি করো না', নিজের জীবন বাঁচাতে অপরাধীদের কাছে আর্তি করলেন খোদ পুলিশের হেড কনস্টেবল। পুলিশের কাজ অপরাধীদের খুঁজে বের করা, তাঁদের শাস্তি দেওয়া। যেখানে পুলিশের চোখ রাঙানিতে অপরাধী দের ভয়ে কেঁপে ওঠার কথা, সেখানে পুলিশই কিনা গুণ্ডাদের ভয়ে জবুথুবু খাচ্ছেন!এরপরে বাইক আরোহীর শব্দ শুনে তাঁর অন্য সঙ্গী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেশীয় পিস্তলে গুলি ভর্তি করে হেড কনস্টেবলের বুকে তাক করে। তখন তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য যুবক তাঁর সশস্ত্র সঙ্গীকে চিৎকার করে বলেন, হেড কনস্টেবল এভাবে শুনবে না, অবিলম্বে তাঁকে গুলি করো। আর তখনই নিজের জীবনের ঝুঁকি দেখে হেড কনস্টেবল সশস্ত্র অপরাধীকে বলেন যে, 'আমি পুলিশ কর্মী, আমাকে গুলি করো না, আমাকে ছেড়ে দাও।' এরপর সশস্ত্র যুবকটি বাতাসে পিস্তল উঁচিয়ে বাতাসে গুলি চালায় এবং হেড কনস্টেবলের তাঁর হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায়, প্রচন্ড ভয় পেয়ে গিয়েছেন ওই যুবক। এই ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। তবে বাইকে থাকা দুই অপরাধীর পরিচয়, তাদের নাম কী এবং তারা কোথা থেকে এসেছে, তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। বর্তমানে ওই হেড কনস্টেবল মামলাটি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেছেন। এর পর হেড কনস্টেবলের অভিযোগের ভিত্তিতে ডিএলএফ ফেজ ১ থানায় অজ্ঞাত যুবকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছজ এবং তদন্ত শুরু করেছে।হ্যাঁ, পুলিশের এই কাণ্ডটি এখন বিভিন্ন মহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। চলুন ঘটনাটি খুলে বলা যাক! ঘটনাটি হরিয়ানার গুরুগ্রামের ঘটনা। সম্প্রতি গুরুগ্রামের সেক্টর ১০ ক্রাইম ব্রাঞ্চে নিযুক্ত হেড কনস্টেবল দলজিৎ খবর পেয়েছিলেন যে, দুই যুবক বাইকে করে ব্রিস্টল চকের কাছে চিকেন কর্নারে আসছে, যাদের কাছে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে।

এই তথ্যের ভিত্তিতে অপরাধীদের ধরতে গতকাল (১ আগস্ট) রাত ১১ টা নাগাদ চিকেন কর্নারে পৌঁছন কনস্টেবল দলজিৎ এবং বাইক আরোহীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এরপরেই রাত ১১ টা ১০ মিনিট নাগাদ চিকেন কর্নারে একটি বাইক থামে। এর পরে, তথ্যদাতা হেড কনস্টেবলকে ইঙ্গিত করেন যে, এই বাইকেই রয়েছে দুষ্কৃতীরা। আর তাঁদের একজনের কাছে একটি অবৈধ পিস্তল রয়েছে। এরপর হেড কনস্টেবল তৎক্ষণাৎ বাইক আরোহীর কাছে পৌঁছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন, তখন বাইক আরোহী ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। এরপর হেড কনস্টেবল তাঁকে ধরার চেষ্টা করেন।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

থেকে যা তথ্য আমি পেয়েছি আজ সেই আরাধ্য দেবী কে নিয়ে লিখতে বসেছি।দেবী ভাগবত পুরানে আবার মনসাকে কশ্যপ মুনির কন্যা বলা হয়েছে । মহাভারত বলে মনসা দেবী বিবাহিতা । তাঁর পতির নাম জগৎকারু । তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়, তাঁর নাম আস্তিক । একদা সামান্য কারনে মুনি, মনসাকে পরিত্যাগ করেন । আবার আস্তিকের প্রসঙ্গ মহাভারতে দেখা যায় । রাজা জনমেজয় সর্প নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করলে আস্তিক সর্প কূলের প্রান রক্ষা করেন । মনসা নামের উৎপত্তি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

গরুপাচারের অভিযোগ দুর্গাপুরে চাষিদের উপর অত্যাচার

হাতে আক্রান্ত হন জেমুয়া এলাকার পাঁচ প্রবীণ চাষি। অভিযোগ, বিজেপির রাজ্য যুব কমিটির সদস্য পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা ওই চাষিদের পথ আটকান। গরুপাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। তাঁদের অবৈধ পাচারকারী বলে নির্মম অত্যাচার করা হয়। হাত বেঁধে মারধর, কান ধরে রাস্তায় হাঁটানো, এমনকী তাঁদের কাছে থাকা টাকাও কেড়ে নেন বিজেপি কর্মীরা বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুরে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঘটনার দিন বিকেলে কোকওভেন থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সন্ধ্যায় সিপিএমের তরফেও থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে দুই অভিযুক্ত অনীশ ভট্টাচার্য ও দীপক দাসকে গ্রেপ্তার করে। বাকিরা পলাতক বলে খবর। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের কমিশনার সুনীল চৌধুরী বলেন, "এসব ঘটনাকে কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। মূল অভিযুক্ত পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপি করেন। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হবে।" তিনি আরও বলেন, "আক্রান্তরা কৃষিকাজের জন্যে গরু কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মারধর করে টাকা কেড়ে নেওয়া হয়। পুলিশ কড়া করে পদক্ষেপ নেবে।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

(বিঘ্নান্তক গণেশকে, বজ্রহুঙ্কার ভৈরবকে, ভূতডামর অপরাজিতকে, বজ্র জ্বালানলার্ক বিষ্ণুকে এবং ত্রৈলোক্যবিজয় শিবকে), যাঁদের প্রসঙ্গে আমরা আসব এরপর, তাঁদের সেই ভঙ্গিমাটি কিন্তু শিবকে পদদলিত করা কালীর মূর্তিকল্পনায় ঐতিহাসিক

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ফালাকাটা থানার সহযোগিতায়,প্রতারণার মামলায় অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্টে প্রায় ৬লক্ষ টাকা ফেরত

হরেকৃষ্ণ মন্ডল, ফালাকাটা

আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা থানার সহযোগিতায় প্রতারণা মামলায় অভিযোগকারীর হাতে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হল।অভিযোগকারীর আর্থিক প্রতারণার শিকার হওয়ার মামলায় তৎপর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফালাকাটা থানার পুলিশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দ্রুত ও পেশাদার তদন্তের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্টে মোট ৫,১৯,৮১৮/- (পাঁচ লক্ষ ঊনিশ হাজার আট শত আঠারো) টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য,ফালাকাটা থানায় মামলা নম্বর ১২৩/২৪, তারিখ ২৫/০৩/২০২৪ ধারা ৪২০ আই.পি.সি অনুযায়ী, সাফিউল আলম পিতা – মৃত আলিয়ার রহমান,গ্রাম – পশ্চিম দেওগাঁও, থানাঃ ফালাকাটা, জেলা – আলিপুরদুয়ার, অভিযোগ দায়ের করেন যে, তিনি অনলাইন প্রতারণার মাধ্যমে ৯,৯২০০০/- টাকা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে মামলার তদন্ত শুরু করেন পিএসআই মুহাম্মদ শমসের। পরবর্তীতে তাঁর বদলির পর তদন্তভার গ্রহণ করেন পিএসআই দীপেশ কর। তদন্ত প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও সাইবার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতারকের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করে তার মধ্যে থেকে একাধিক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়।

এর ফলস্বরূপ, প্রথম পর্যায়ে প্রতারকের অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা উদ্ধার করে তা অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে, আদালতের নির্দেশ অনুসারে ৩১/০৭/২০২৫ তারিখে প্রতারকের একটি ডেবিট ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট থেকে আরও ১,১৯,৮১৮/- টাকা উদ্ধার করে অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়।

ফালাকাটা থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মামলার তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে এবং প্রতারকদের চিহ্নিত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। প্রতারণার বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতা ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে জানানো হচ্ছে— কোনো আর্থিক লেনদেন বা ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার পূর্বে অবশ্যই যথাযথ যাচাই-করতে হবে এবং সন্দেহজনক লেনদেন বা বার্তার ক্ষেত্রে নিকটবর্তী থানায় অবিলম্বে যোগাযোগ করার।

(৩ পাতার পর)

দেশের ১০৬টি রেলস্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিযোজনা প্রকল্পের অধীনে জনঔষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে

প্রকল্পের ফলে, গত ১১ বছরে, গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সারা দেশে ব্র্যান্ডেড ওষুধের দামের তুলনায় নাগরিকদের প্রায় ₹৩৮,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সারা দেশে জনঔষধি কেন্দ্রগুলিতে জনঔষধি পণ্যের মসৃণ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে একটি এন্ড-টু-এন্ড আইটি-সক্ষম সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় গুদাম, চারটি আঞ্চলিক গুদাম এবং ৩৯ জন পরিবেশক নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়াও, ৪০০টি দ্রুত-চলমান জনঔষধি পণ্যের জোগান নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও, ২০০টি জনঔষধি পণ্যের জন্য একটি ন্যূনতম মজুদ আদেশ কার্যকর করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের পণ্য বাস্কেটে ১০০টি সর্বাধিক বিক্রি হওয়া জনঔষধি পণ্য এবং বাজারে ১০০টি দ্রুত বিক্রি হওয়া জনঔষধি পণ্য। মজুত আদেশের অধীনে, জনঔষধি কেন্দ্রের মালিকরা তাঁদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উক্ত ২০০টি পণ্যের মজুতের উপর ভিত্তি করে উৎসাহভাতা দাবি করার যোগ্য হন।

আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি অনুপ্রিয়া প্যাটেল এই তথ্য জানিয়েছেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পুজো অনুদান রোধে মরিয়া রাম-বাম, পুরনো মামলার উল্লেখ হাই কোর্টে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুজোর অনুদান ঠেকাতে মরিয়া রাম-বাম এবারও হাই কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে। শুক্রবার সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তিনি রাজ্য সরকারের পুজো অনুদানের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে এবারও যাবেন। এদিনই হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে পুরনো মামলার প্রসঙ্গ টেনে।প্রতিবারই মামলার কয়েক দফা ধরে শুনানি চলে। কিন্তু হাই কোর্ট কোনওবারই এই অনুদান বন্ধ করে কোনও রায় দেয়নি। বিকাশের ধারণা, এবারও হাই কোর্ট এই অনুদান বন্ধ করবে না। তবুও সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলতে রাম-বাম জোট বেঁধে হাই কোর্টে আবেদন করছে। বিকাশ বলেন, "স্পর্শকাতর বিষয়। হাই কোর্ট কড়া কড়া কথা বললেও কোনও নির্দেশ বা রায় দিতে চায় না। শুধু তারিখ পে তারিখ হয়।"মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবারই পুজো অনুদানের কথা ঘোষণা করেছেন। এবছর প্রতিটি পুজো কমিটি ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান পাবে। রাজ্যের বিশাল পুজো অর্থনীতির পক্ষে এই অনুদান একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রতিবছরই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুদান ঠেকাতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাম-বাম। এদিন বিকাশবাবু বলেন, "হাই কোর্টে যাব ঠিকই, কিন্তু তাতে কতটা সুবিধা হবে জানি না। মামলার শুনানি করতে করতে পুজো এসে যাবে। হাই কোর্টে ছুটি পড়ে যাবে।"

২০২০ সালে এই অনুদান নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় হাই কোর্টে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার বিরোধিতা করে মামলা দায়ের করেন দুর্গাপুরের বাসিন্দা জনৈক সৌরভ দত্ত। গত কয়েক বছর সেই পুরনো মামলাতেই নতুন আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের করা হয়। হাই কোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবারও আদালতের উল্লেখ পর্বে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় বিজেপির তরফে। তার প্রেক্ষিতে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত।

(৩ পাতার পর)

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫ (সপ্তদশ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন)

সংবিধানের ৬৬ (১) ধারা অনুসারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে এই নির্বাচন হয় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় নির্বাচক যে প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে চান, তাঁকে ভোট দেন। যতজন প্রার্থী রয়েছেন, নির্বাচক তাঁর অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে তাঁদের সাজাতে পারেন। প্রথম পছন্দের প্রার্থীকে চিহ্নিত করা বাধ্যতামূলক, অন্যগুলি ঐচ্ছিক।

ভোট দেওয়ার জন্য কমিশন বিশেষ কলম দেবে। সেই কলম ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নির্বাচকের হাতে দেবেন। অন্য কোনও কলম দিয়ে প্রার্থী চিহ্নিত করলে তা অবৈধ হবে।

এই ভোটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে নির্বাচন কমিশন রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেলকে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছে। কমিশন দুজন সহকারী রিটার্নিং অফিসারও নিযুক্ত করেছে।

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধির ৮ নম্বর ধারা অনুসারে ভোট নেওয়া হবে সংসদ ভবনে।

নির্বাচনী বিধি অনুসারে একজন প্রার্থীর মনোনয়ন নির্দিষ্ট স্থানে রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে। প্রতিটি মনোনয়নে অন্ততপক্ষে ২০ জন নির্বাচকের নাম প্রস্তাবক হিসেবে এবং আরও ২০ জন নির্বাচকের নাম সমর্থনকারী হিসেবে থাকতে হবে। মনোনয়নের সঙ্গে ১৫০০০ টাকা জমা রাখতে হবে।

নির্বাচন কমিশন ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যদের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। এটি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ের কাউন্টারে ১০০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া যাবে।

প্রত্যেক প্রার্থী ভোটদানের জায়গা এবং গণনার জায়গায় একজন করে অনুমোদিত প্রতিনিধিকে রাখতে পারবেন।

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এই নির্বাচন হবে গোপন ব্যালটে। ব্যালট প্রকাশ্যে দেখানো সম্পূর্ণ অবৈধ। কোনরকম অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপার বাতিল ঘোষণার অধিকার প্রিসাইডিং অফিসারের রয়েছে।

এই নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সাংসদদের উদ্দেশে কোনও হুইপ জারি করতে পারবে না।

নির্বাচনের কাজে রিটার্নিং অফিসারকে সাহায্য করবেন সহযোগী রিটার্নিং অফিসাররা।

ভোটগ্রহণ এবং গণনার স্থানে নির্বাচন কমিশন ভারত সরকারের পদস্থ আধিকারিকদের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করবে।

নির্বাচন কমিশন পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলে। তাই ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব ও পরিবেশে পচনশীল দ্রব্যের ব্যবহার করা হবে।

ভোট গণনার প্রয়োজন হলে তা রিটার্নিং অফিসারের তত্বাবধানে হবে। গণনার শেষে রিটার্নিং অফিসার জয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি- ৭ অগাস্ট, ২০২৫ বৃহস্পতিবার।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন- ২১ অগাস্ট, ২০২৫ বৃহস্পতিবার।

মনোনয়নপত্র পরীক্ষার দিন- ২২ অগাস্ট, ২০২৫ শুক্রবার।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন- ২৫ অগাস্ট, ২০২৫ সোমবার।

প্রয়োজন হলে ভোট গ্রহণের দিন- ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার।

ভোট গ্রহণের সময়- সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা।

প্রয়োজন হলে ভোট গণনার দিন ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার।

সিনেমার খবর

বাড়িতে বুলেটপ্রুফ কাচ, যা জানালেন সালমান খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সালমানকে খানকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে সন্ত্রাসী লরেন্স বিশ্নোইয়ের হুমকি। অভিনেতার পরিবারও রয়েছে তাদের নিশানায়। এমনকি, এক সময়ে সালমানের বাড়ির সামনেও তারা গুলি চালিয়েছে। তার পরে অভিনেতার বান্দ্রার সমুদ্রমুখী ফ্ল্যাট 'গ্যালাক্সি'-র জানলায় বসেছে বুলেটপ্রুফ কাচ।

গত বছর মুম্বাইয়ে খুন হয়েছে রাজনীতিবিদ বাবা সিদ্দিকি। মনে করা হয়, সালমান ঘনিষ্ঠতার কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। আর তার পর থেকেই আরও কড়া হয়েছে সলমনের নিরাপত্তা।

ভয় পেয়েছেন সালমান! বিশ্নোইদের ভয়েই কি তাঁদের খোলা বারান্দায় বসল 'বুলেট প্রুফ' কাঁচ! এ বার মুখ খুললেন অভিনেতা।

গ্যালাক্সি আবাসনের দোতলায় সালমানের এক কামরার ফ্ল্যাট। কিন্তু সঙ্গে রয়েছে বড় একটা বারান্দা। অভিনেতার অনুরাগীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা এই বারান্দা। আগে এই বারান্দাটি পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকত। নিজের জন্মদিন বা ইদের শুভেচ্ছা জানাতে এই বারান্দা থেকে অনুরাগীদের উদ্দেশে হাত নাড়তেন বলিউড অভিনেতা। কিন্তু এ বার বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঢেকে দেওয়া হল বিশেষ কাচে। এক সূত্রের দাবি, যেভাবে বার বার অভিনেতার কাছে লরেন্স বিশ্নোই ও তার দলবলের হুমকি এসেছে, তা দেখে আর কেউ ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। তার ওপর সম্প্রতি মুম্বাইয়ে এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকি খুনের ঘটনাও ভাবাচ্ছে মুম্বই পুলিশকে। গত বছরেই অভিনেতা একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি কিনেছেন। অভিনেতার সঙ্গে এখন প্রায় সর্ব ক্ষণ ৪০ জন নিরাপত্তাকর্মী থাকেন।

কিন্তু সালমনের দাবি অবশ্য অন্য। অভিনেতা বলেন, ফ্ল্যাটের উচ্চতা কম হওয়ায় বহু অনুরাগী বাইরে থেকে পাইপ বেয়ে বারান্দায় উঠে পড়েন। অনেক সময় আমি দেখেছি বারান্দা অচেনা ব্যক্তি ঘুমিয়ে রয়েছেন। অনুরাগীদের কারণেই এটা ঘিরতে হল।

'তোমার সাহস কী করে হল?' সুখেন দাসকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন সুচিত্রা সেন! কী এমন করেছিলেন অভিনেতা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেরিয়ারের শুরুতে টলিউড ইন্ডাস্ট্রির স্পটবয় ছিলেন। তারপর কালক্রমে হয়ে ওঠেন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় পরিচালক ও অভিনেতা সুখেন দাস। এক সময় সুখেন দাসের ছবি মানেই দুরন্ত চিত্রনাট্য, দারুণ গান, পুরো পয়সা উশুল প্যাকেজ। তবে জানেন কি এই সুখেন দাসকেই বাড়িতে থেকে বার করে দিয়েছিলেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন! হ্যাঁ, ঠিক যে সময় ধীরে ধীরে নিজেকে অন্তরালে নিয়ে যাচ্ছিলেন মহানায়িকা, ঠিক সেই সময়ই সুখেন দাসের সঙ্গে এমনটা ঘটে, যা কিনা আগে থেকে আন্দাজও করতে পারেননি অভিনেতা।

ইন্ডাস্ট্রিতে সুচিত্রা সেনের যে দাপট ছিল, তা একেবারেই অজানা ছিল না সুখেন দাসের। তাই মহানায়িকার সঙ্গে প্রথম দিকে একটু দূরত্বই বজায় রাখতেন সুখেন। তবে ১৯৫৪ সালে দেবকি কুমার বসু পরিচালিত 'ভালবাসা' ছবির শুটিংয়ে সেই সুচিত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল স্পটবয় সুখের দাসের। সুখেনকে ভাই বলেই সম্বোধন করতেন সুচিত্রা। আর সুখেন ডাকতেন দিদি বলে। সুখেনকে স্নেহও করতেন সুচিত্রা। যখনই শুটিং ফ্লোরে পা রাখতেন, তখনই সুচিত্রা খোঁজ দিতেন তাঁর। সেই স্পটবয় সুখেন যে পরে পরিচালক ও অভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন, সে খবরও ছিল সুচিত্রার কাছে। আর সেই থেকেই বিপাকের সূত্রপাত।

সুখেনের সঙ্গে তা ঠিক কী ঘটেছিল?

সুচিত্রাকে মাথায় রেখে নতুন এক চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছিলেন সুখেন দাস। ততদিনে সুখেনের হাতে বেশ কয়েকটি বক্স অফিস হিট ছবি। যেহেতু সুচিত্রা তাঁকে স্নেহ করতেন, সেই সাহসেই চিত্রনাট্যের খাতা মহানায়িকার বাড়িতে পা রাখলেন সুখেন। সেদিন সুখেনকে বেশ কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন সুচিত্রা। কেননা, সুচিত্রা ব্যস্ত ছিলেন ঠাকুর ঘরে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পুজো সেরে, হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে সুখেনের সামনে এসে দাঁড়ালেন মহানায়িকা। সুচিত্রা দেখে সুখেনের মনে হল, যেন তাঁর লেখা চরিত্রটিই সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু যখনই সুখেনের মুখে নতুন ছবির কথা শুনলেন ম্যাডাম সেন। তখনই রুদ্রমূর্তি! সুখেনকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এই ছবি তিনি করবেন না! সুখেন জোর করতেই গেলেই, আরও রেগে গেলেন মহানায়িকা, তারপরই চিৎকার...! বাড়ির দরজা দেখিয়ে, সুখেনকে মহানায়িকা বললেন, 'তোমার সাহস কী করে হল? যাও এখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। কোনও দিন এ বাড়িতে পা রাখবে না!' 'দিদি' সুচিত্রার কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাবেন, তা কখনও ভাবতেই পারেননি সুখেন দাস। সেদিন কাঁদতে কাঁদতেই মহানায়িকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এরপর আর কোনওদিন ওমুখো হননি সুখেন দাস।

চুমু নয়, একেবারে কামড়! এই নায়কের ঠোঁট থেকে রক্ত বের করে দিয়েছিলেন মল্লিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে সাহসী দৃশ্য মানেই একসময় নাম উঠত মল্লিকা শেরাওয়াতের। তবে সেই সাহস কখনও কখনও বিপদও ডেকে এনেছিল। যেমনটা হয়েছিল ২০০৩ সালের 'খোয়াইশ' ছবির শুটিংয়ে।

ছবির একটি গানের দৃশ্যে ঝরনার নিচে শুট করছিলেন মল্লিকা শেরাওয়াত ও হিমাংশু মালিক। ক্যামেরার সামনে স্বল্প পোশাকে দু'জন, জলভেজা শরীর—চিত্রনাট্য অনুযায়ী অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। পরিচালক দৃশ্যটি 'রিয়েল' করতে বলেছিলেন ঠোঁট-ঠাসা চুমুর মাধ্যমে। ঠিক সেভাবেই হিমাংশুর ঠোঁটে ঠোঁট রাখেন মল্লিকা। কিন্তু পরের মুহূর্তেই ঘটে যায় অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

চুমু নয়, হিমাংশুর ঠোঁটে আচমকাই কামড় বসিয়ে দেন মল্লিকা! এতটাই জোরে যে কেটে যায় হিমাংশুর ঠোঁট। যন্ত্রণায় তিনি চিৎকার করে ওঠেন। বাধ্য হয়ে 'কাট' বলতে হয় পরিচালককে। পরে শোনা যায়, নাকি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন মল্লিকা, সেই কারণেই এমন কাণ্ড!

ঘটনার পর পরিচালক সেই দৃশ্য কিছুটা পরিবর্তনও করেছিলেন বলে জানা যায়। যদিও ছবিটি বক্স অফিসে একেবারে ব্যর্থ হয়। কিন্তু মল্লিকার সাহসী অভিনয় নজর কাড়ে বলিউডের। পরের বছর ইমরান হাশমির সঙ্গে 'মার্ডার' ছবিতে তাঁর আরও বোল্ড রূপ রাতারাতি তাঁকে পৌঁছে দেয় আলোচনার কেন্দ্রে।

'ডাকেটের সঙ্গে আকাশের ঘটানো কাণ্ডটা অদ্ভূত'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওভালে অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির পঞ্চম ও শেষ টেস্টে বেশ কয়েকবার একে অন্যদের স্লেজিং করেন ইংল্যান্ড ও ভারতের ক্রিকেটাররা। বিষয়টি ম্যাচটিতে বাড়তি উত্তাপের জন্ম দেয়। এসব নিয়ে দিন শেষে কথা বলেন ইংল্যান্ডের সহকারী কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক।

দ্বিতীয় দিনের খেলার সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল ভারতের পেসার আকাশ দীপের একটি উদযাপন। ইংল্যান্ডের ওপেনার বেন ডাকেটকে সাজঘরে ফেরানোর পর আকাশ দীপ উল্লাস করেন। এরপর ব্যাটারের কাঁধে হাত রেখে কয়েক ধাপ হেঁটে বিদায় জানান তিনি।

ডাকেট আউট হওয়ার আগে আকাশকে বলেছিলেন, তুমি

আমাকে আউট করতে পারবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রতিক্রিয়া দেখান ভারতের তরুণ পেসার। আকাশের এ আচরণকে ভালোভাবে নেননি ট্রেসকোথিক।

তিনি বলেন, এভাবে কাউকে বিদায় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। একজন বোলারের কাজ ওই পর্যন্তই। আমি আগে কখনো কাউকে এভাবে ব্যাটারকে নিয়ে হাঁটতে দেখিনি। বিষয়টা কিছুটা অদ্ভুত।

ট্রেসকোথিককে পরে ড্রেসিংরুমের ব্যালকনিতে কিছু অঙ্গভঙ্গি করতেও দেখা যায়। সেটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমরা তখন ব্যালকনিতে বসে আলাপ করছিলাম। আমার সময় হলে অনেকেই হয়তো ভিন্ন কিছু করত, হয়তো কনুই দিয়ে হালকা ঠেলা দিতো। আমি তখন কেবল মজা করছিলাম, হাসছিলাম।

ডাকেট আরেকটি ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। ভারতের সাই সুদর্শনের আউটের পর কথার উত্তেজনায় জড়ান তিনি। এ ছাড়া প্রথম ইনিংসে জো রুট ও প্রসিধ কৃষ্ণার মধ্যেও কথার লড়াই হয়েছে।

রুট-প্রসিধের ঘটনার ব্যাখ্যায় ট্রেসকোথিক বলেন, তারা সম্ভবত কোনো মন্তব্য করেছিল, আর প্রসিধ সেটা শুনে ওকে একটু উসকে দিতে চেয়েছিল। জো সাধারণত হাসিখুশি থাকে, অনেক কিছুই হালকাভাবে নেয়। কিন্তু আজ সে একটু ভিন্ন ছিল। আজ সে পাল্টা জবাব দিয়েছে।

'নতুন মৌসুমে শিরোপা লড়াইয়ে এগিয়ে থাকবে আর্সেনাল'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ (ইপিএল) মৌসুমে শিরোপা লড়াই হবে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এমনটাই মনে করেন আর্সেনাল ম্যানেজার মিকেল আর্তেতা। তবে এই প্রতিযোগিতার মাঝেও নিজের দলের ওপর ভরসা রাখছেন স্প্যানিশ এই কোচ। জানালেন, আর্সেনাল এবার শিরোপা দৌড়ে দৃঢ়ভাবেই থাকবে।

সিঙ্গাপুরে প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি সফরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আর্তেতা বলেন,'প্রতিটি মৌসুমেই আমরা দলের উন্নতি দেখি। এবার অভিজ্ঞতা, তরুণদের পারফরম্যান্স, জয়ের ক্ষুধা সব মিলিয়ে আমাদের স্কোয়াডে এক ধরনের ভারসাম্য এসেছে।'

গত তিন মৌসুমে লিগে শিরোপার দৌড়ে থেকেও শেষ সময়ে পিছিয়ে পড়েছে আর্সেনাল। এবার সেই অতীত ভুলে দলকে নতুন উচ্চতায় নিতে চান আর্তেতা। আর সে লক্ষ্যেই দলবদলের বাজারে বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে লন্ডনের এই ক্লাব।

ইতিমধ্যে গোলরক্ষক কেপা আরিজাবালাগা, মিডফিল্ডার মার্টিন জুবিমেন্ডি ও তরুণ ফরোয়ার্ড ক্রিস্টিয়ান নোয়াগোকে দলে ভিড়িয়েছে আর্সেনাল। সামনে আরও কয়েকজন খেলোয়াড় যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

গত নয় মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা কেবল তিন ক্লাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, ম্যানচেস্টার সিটি (৬ বার), লিভারপুল (২ বার) ও চেলসি (১ বার)। এবার সেই ধারা ভাঙার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে আর্তেতার দল।

শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নে আর্সেনাল কোচ বলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের সেই সামর্থ্য আছে। কারণ প্রতি বছর এই লিগ আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। শীর্ষে থাকতে হলে আমাদের নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ দিতে হবে এবং আরও পরিশ্রম করতে হবে।'

তিনি আরও যোগ করেন, এবার শুধু আর্সেনালই নয়, অন্তত ছয় থেকে আটটি দল থাকবে শিরোপার লড়াইয়ে।

ঠান্ডা মেজাজের রুটকে রাগানোর পরিকল্পনা ছিল ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির শেষ টেস্টের দ্বিতীয় দিন মাঠে ইংল্যান্ড ও ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে বেশ কয়েকবার উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ দিন আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার জো রুট ও ভারতের পেসাররা।

জ্যাক ক্রলির বিদায়ের পর রুট যখন ব্যাটিংয়ে আসেন, তখন দুই উইকেটে ১২৯ রান নিয়ে শক্ত অবস্থানে ইংল্যান্ড। ভারতের ২২৪ রানের জবাব দিতে নেমে বেশ সুবিধাজনক জায়গায় ছিল তারা। কিন্তু এরপর শুরু হয় একাধিক কথার লড়াই ও মানসিক চাপ তৈরির প্রচেষ্টা।

প্রথম বলেই রুটকে বিপাকে ফেলেন প্রসিধ কৃষ্ণা। তিন বল পর ক্রস-সিম ডেলিভারিতে বিপাকে ফেলে প্রসিধ রুটকে লক্ষ্য করে কিছু একটা বলেন। পরের বলেই চার মারেন রুট। এরপর কথা দিয়েও জবাব দেন। কথার লড়াইয়ে যুক্ত হন মোহাম্মদ সিরাজ ও আকাশ দীপও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হস্তক্ষেপ করেন আম্পায়ার ধর্মসেনা।

দিনের খেলা শেষে বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রসিধ বলেন, জানি না রুট কেন করেছে (পাল্টা প্রতিক্রিয়া)... আমি স্রেফ বলেছিলাম, তোমাকে বেশ ভালো ছন্দে দেখাচ্ছে এবং এরপর সেটি রূপ নেয় অনেক অনেক গালাগাল ও অন্য সবকিছুতে।

রুটকে মানসিকভাবে নাড়িয়ে দেয়াই ভারতের পরিকল্পনার অংশ ছিল। তিনি বলেন, এটাই ছিল পরিকল্পনা। তবে ভাবতে পারিনি, স্রেফ কয়েকটি শব্দ বলাতেই সে এত বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাবে...ভাবিনি।

রুট শেষ পর্যন্ত সিরাজের বলে আউট হন ২৯ রানে। সিরিজজুড়ে ভালো খেলা ইংল্যান্ডের এই অভিজ্ঞ ব্যাটারকে বড় ইনিংস খেলতে না দেয়াকে ভারতের বোলিং ইউনিট দেখছে কৌশলগত সফলতা হিসেবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR